পূর্ণচন্দ্র অধিকারী উঠিল অগ্রেতে।
দুই চারি ঢিলা খেয়ে নামিল নিম্নেতে।।
পাগল কহিছে না উঠিস্ বাড়ী'পর।
কি করিবি তো'দেরে বা কেটা করে ডর।।
প্রাণ ভয় থাকে যদি প্রাণ লয়ে পালা।
এ দেশেতে খাটিবে না হই, হই বলা।।'
চন্দ্রকান্ত মল্লিক সে পদুমা নিবাসী।
বাড়ীর নিকটে সেও উতরিল আসি।।
সে পূর্ণ অধিকারীর করেতে ধরিয়া।
বাড়ীর উপরে পড়ে এক লম্ফ দিয়া।।
ত্রেতা যুগ হ'তে যেন আইল বানর।
তেমতি লাফায়ে পড়ে বাড়ীর ভিতর।।
শ্রীহরিপাল তারক অক্ষয় ঠাকুর।
বাড়ী প'ড়ে বলে নেড়ে যাবি কতদূর।।
মারামারি দেখি মার খাইতে এলাম।
মরি যদি ফিরিব না দিব হরিনাম।।
ঘরে পরে করে ধরে হরিনাম দিব।
শ্রীহরিচাঁদের প্রেম ফিরায়ে কি নিব।।
ঝাঁকে পড়ে কাঁধা চাড়া চেঙ্গা আর ইট।
মার মার বলিয়া পাতিয়া দিল পিঠ।
দুই দিকে নাচিছে পাগল মহানন্দ।
'মার মার মার বলি পরম আনন্দ।।
'বাড়ীর উপরে এল মার মার মার।
ভয় নাই যারে পাই তারে ধরি মার।।
মার মার কোথাকার ছার হরিবোলা।
হরিবোলা মরিয়া হ'বরে হরিবোলা।।
হরিবোলারা উঠিল বাড়ীর উপর।
মেশামেশি দুই দলে হ'ল একত্তর।।
আর মারামারি নাই নাই গন্ডগোল।।
এদলে ওদলে মিলে বলে হরিবোল।।
যাদব মল্লিক বলে জয় জয় জয়।
হরিচাঁদ জয় শ্রীগোলোকচাঁদ জয়।।
গুরুচাঁদ জয় জয় জয় হীরামন।
জয় জয় হরিচাঁদ পতিত পাবন।।
জয় জয় দশরথ ভক্তগণ জয়।
জয় যত হরিবোলা জয় মৃত্যুঞ্জয়।।
হরি বলে পড়ে ঢ'লে যাদব মল্লিক।
মতুয়ারা মতোয়ারা নাই দিগ্বিদিক।।
কোলাকুলি ঢলাঢলি প্রেম আলিঙ্গন।
কেহ কেহ যায় মোহ ধুলায় পতন।।
ধুলায় ধূসর কেহ যায় গড়াগড়ি।
লম্ফ-ঝম্প গাত্রকম্প প্রেম হুড়াহুড়ি।।
চন্দ্রকান্ত মল্লিক পড়িয়া ভূমিতলে।
পাগলের পদ ধরি হরি হরি বলে।।
সংকীর্ত্তন মধ্য হ'তে পাগল উঠিল।
লম্ফ দিয়া পশ্চিমের ঘরে প্রবেশিল।।
শান্ত নামে এক কন্যা মত্তা হরিনামে।
সতীসাধ্বী সুচরিত্রা-শুদ্ধা ভক্তি প্রেমে।।
পাগলের প্রতি তার দৃঢ়ভক্তি রয়।
চারি ভাই তাহাদের নির্মল হৃদয়।।
নিবারণ শীতল কার্ত্তিক রতিকান্ত।
সাধু মহাজন প্রতি ভকতি একান্ত।
তারকের শিষ্য পুত্রী সুমতী শ্রীমতী।
পাগলকে ধরিলেন সেই গুণবতী।।
শুকচাঁদ কানাই নিমাই কয় ভাই।
নাচিছে কীর্ত্তনে আনন্দের সীমা নাই।।
তাহাদের ভগ্নী ধনি বসন্ত নামিনী।
হরি বলে পাগলে ধরিল সেই ধনি।।
পাগল তখনে দুই বাহু প্রসারিয়া।
সেই দুই মেয়েকে ধরিল সাপুটিয়া।।
অজ্ঞান হইয়া দোঁহে ঢলিয়া পড়িল।
যেন ভাদ্রে বান ডেকে ভাসাইয়া নিল।।
পূর্ণ অধিকারী হরিপাল পড়ে তথি।
মূর্চ্ছাপ্রাপ্তে পড়িয়া অক্ষয় চক্রবর্ত্তী।।